তারিখ 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

■ বন্যায় ২ হাজার ৫৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

পাঠদান চালু করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

বন্যায় দেশের অনেক জেলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও শিক্ষাব্যবস্থা এখন বিপর্যস্ত। দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে কম-বেশি ২০টির অধিক জেলা বন্যাকবলিত। কোনো কোনো স্থানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। কোথাও আবার নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে জনপদ। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা কারও কাম্য নয়।

বন্যায় সারা দেশে ২ হাজার ৫৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে ৯৫৫টি। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১ হাজার ৬০০। বন্যার কারণে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ২০টি জেলায় ৯৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। বন্যার পানির কারণে কয়েক লাখ শিক্ষার্থীর ক্লাস-পরীক্ষা সব বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি সহজেই অনুমেয়। প্রতিদিনই বন্যা পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। তাই বন্যাপরবর্তী শিক্ষার ক্ষতিপূরণে ন্যানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, কোথায় ভবন ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে সেসব তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস, পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল বন্যার কারণে, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোয় ক্লাস চালু করা, সুবিধামতো সময় পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের। সত্যি যদি এ উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটানো যায়, তা হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্দেশ দিয়ে দায় সারলেই হবে না, স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ ও প্রশাসনকে তৎপর করা জরুরি।

শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রাখতে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতেও সংশ্লিষ্টরা যেন আন্তরিক থাকেন। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো যেন পানি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠদানের জন্য দ্রুত উপযোগী করে তোলা হয়। এ ছাড়া বন্যা প্রতিরোধে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।